সৌহার্দ্য II বার্তা

স্ট্রেংথদেনিং হাউজহোল্ড এবিলিটি টু রেসপন্ড টু ডেভেলপমেন্ট অপোর্চুনিটিস্

■ একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা ■ ভলিউম ১ ■ সংখ্যা ৪ ■ জানুয়ারী ২০১৩

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর মাধ্যমে সহনশীল পরিস্থিতি অর্জনে সক্ষমতা

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গৃহীত উন্নয়ন পদক্ষেপসমূহ, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় না এনে কখনোই টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। কেয়ার দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে (Disaster & Climate Risk Management-DCRM) একটি সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির মানদন্ডে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে - বিশেষ করে দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ অবহেলিত মানুষদের সাথে নিয়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি গ্রহণ, হ্রাসকরণ, মোকাবেলা ও পুনর্বাসন এসবের অন্তর্ভূক্ত। কেয়ার বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদী কর্মকৌশলগত ব্যবস্থাপনার (Long Range Strategic Plan-LRSP) অন্তর্গত প্রধান তিনটি কর্মসূচির একটি হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি নিরসন - যা সাধারন ও অস্বাভাবিক উভয়প্রকার দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং কেয়ার বাংলাদেশ এক্ষেত্রে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই অবস্থান ধরে রাখতে দৃঢ় প্রত্যয়ী।

বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকায়নের উপর জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাব খুবই গুরুতর। প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ জনসংখ্যার একটি বড় অংশ বিশেষ করে চর, হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র ও অতি দরিদ্র জনগণের উপর নিয়মিতই ভয়াবহ থাবা বিস্তার করে থাকে। কেয়ার বাংলাদেশ এই রূঢ় বাস্তবতাকে বিবেচনায় এনে সৌহার্দ্য II কর্মসূচি দুর্যোগপ্রবণ দরিদ্র মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন্যান্য ৪টি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পাশাপাশি কৌশলগত উদ্দেশ্য - ৫ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। **কৌশলগত উদ্দেশ্য - ৫ হলোঃ দুর্যোগ মোকাবেলা, প্রশমন ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য লক্ষিত জনগোষ্ঠি ও স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পূর্ব প্রস্তুতি।**

সৌহার্দ্য II কর্মসূচির মাধ্যমে কেয়ার বাংলাদেশ নতুন কৌশল সৃষ্টি করার পরিবর্তে সরকারের প্রচলিত ব্যবস্থাগুলোকে আরো শক্তিশালী করার প্রতি জোর দিয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলোকে মূল নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করে কেয়ার বাংলাদেশ জাতীয়ভাবে সরকারের তৈরি এ্যাকশন প্লানের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়গুলোকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। DCRM কার্যক্রমের মাধ্যমে সৌহার্দ্য II কর্মসূচি বাংলাদেশ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফ্রেমওয়ার্ক এর লক্ষ্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সৌহার্দ্য II কর্মসূচির মাধ্যমে ১,৫০৯টি গ্রামের জলবায়ু ঝুঁকি ও দক্ষতা বিশ্লেষণের জন্য জলবায়ু ঝুঁকি ও দক্ষতা বিশ্লেষণ টুল্স ব্যবহার করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি গ্রাম তাদের নিজস্ব প্রয়োজন অনুসারে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন কৌশল ঠিক করে নিয়েছে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তারা কমিউনিটি এ্যাকশন প্লান (CAP) তৈরি করেছে। এইভাবে জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ (DRR) ইস্যুগুলো কমিউনিটি পর্যায়ে প্রাধান্য পাচ্ছে।

কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোজন হচ্ছে একটি অন্যতম কৌশলগত বিষয় যা মানুষের বিশেষ করে সর্বাধিক দুর্যোগপ্রবণ জনগোষ্ঠিকে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করছে। কৌশলগত উদ্দেশ্য - ৫ এর আওতায় সৌহার্দ্য II বিভিন্ন টেকসই/দীর্ঘস্থায়ী উপায়ে দারিদ্র দূরীকরণের চেষ্টা করছে।

আটি প্রতিরক্ষা দেয়াল

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্কুল ব্রিগেড এর প্রশিক্ষণ গ্রহণ

নতুন চীফ অব পার্টির বাণী

প্রিয় সহযোগী ও সহকর্মীবৃন্দ,

বাংলাদেশে আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কেয়ার বাংলাদেশের সৌহার্দ্য II কর্মসূচির চীফ অব পার্টি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত। নতুন কর্ম পরিবেশ ও চলমান কর্মসূচি সম্পর্কে বিশদ ধারণা গ্রহণ এবং সহকর্মী ও অংশীদারদের সাথে পরিচিত হতে আমি কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন কর্মএলাকা পরিদর্শন করছি। আমার প্রথম পরিদর্শন ছিল

১৯৯৮ সালে সেভ দ্য চিল্ড্রেন এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু। এরপর বিভিন্ন সময় মার্ক নসবাহ্ পূর্ব ইউরোপ, হর্ণ অব আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া (ইন্দোনেশিয়া, ভারত, শ্রীলংকা) এবং যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করেছেন। কেয়ার বাংলাদেশ এর সৌহার্দ্য II কর্মসূচিতে যোগদানের পূর্বে ২০১০ সাল থেকে তিনি সেভ দ্য চিল্ড্রেন, জাম্বিয়ার কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মার্ক সিডনি ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেছেন।

সুনামগঞ্জে, যেখানে ইউএসএআইডি'র মিশন ডিরেক্টরের সাথে কর্মএলাকা পরিদর্শন করার সুযোগ পেয়েছি। প্রথমবারের মত কর্মসূচি পরিদর্শন করতে গিয়ে কেয়ার পরিচালিত কমিউনিটি মবিলাইজেশন এ্যাপ্রোচ সম্পর্কে জানতে পেরেছি - যা আমাদের কর্মসূচির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার পরবর্তী এলাকা পরিদর্শনগুলো দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলের দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পর্কে জানার জন্য খুবই কার্যকর হবে বলে আশা করছি। প্রত্যাশা করছি সামনের দিনগুলোতে সবার সাথে দেখা হবে।

নিউজলেটার এর এবারের সংখ্যাটিতে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সৌহার্দ্য II কর্মসূচি গৃহীত পদক্ষেপসমূহকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও প্রস্তুতিতে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আমাদের কমিউনিটি, পার্টনার ও মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শুভেচ্ছান্তে,
মার্ক নসবাহ্

USAID আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে
সরকার
care

বসতভিটা উঁচুকরণ হচ্ছে পূর্ববর্তী সৌহার্দ্য কর্মসূচির একটি অন্যতম সফল কার্যক্রম, যা এই কর্মসূচিতেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বসতভিটা উঁচুকরণের ফলে সুবিধাভোগীদের ডায়রিয়া ও ত্বকের বিভিন্ন রোগ হওয়ার প্রবণতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং এই কার্যক্রম সৌহার্দ্য II এর অন্যান্য কার্যক্রমের প্রভাবকে আরো শক্তিশালী করতে সহায়তা করছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, পূর্ব সতর্কতা ব্যবস্থা (বন্যা সতর্কতা পূর্বাভাষ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং অনুপাত বৃদ্ধি, Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System-RIMES, সতর্কতা পূর্বাভাষ, অনুসন্ধান ও উদ্ধারের সামগ্রী, মহড়া ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) ক্ষয়ক্ষতি কমাতে খুবই সহায়ক হয়েছে। ২০০৮ সালে বিশ্বব্যাংকের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রতি ১ ইউ এস ডলার সহায়তার বিনিময়ে ১০ বছরে ৪০.৮৫ ইউ এস ডলার সমমানের সুফল পাওয়া গেছে।

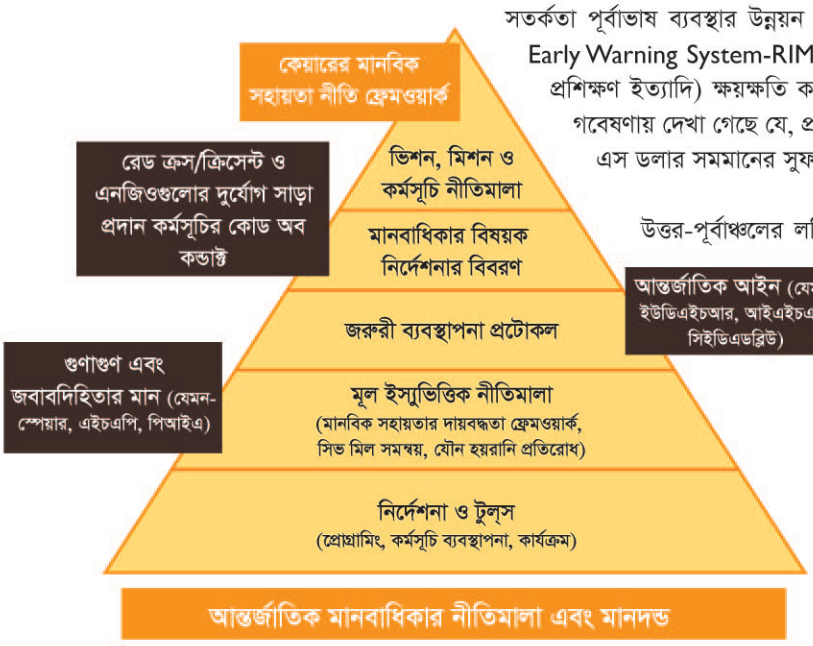

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লক্ষিত জনগোষ্ঠির জন্য সৌহার্দ্য II ভাসমান বাগান ব্যবস্থা চালু করেছে। এই অঞ্চলে নিচু জমিগুলো বছরের প্রায় ৬-৭ মাস পানির নিচে ডুবে থাকে। ভাসমান বাগান মাটি ছাড়া পানির উপর ফসল চাষের একটি প্রক্রিয়া। এই ধরনের বাগানে কচুরি পানার মত জলজ উদ্ভিদ ব্যবহার করে ভাসমান জমি তৈরি করা হয়, যেখানে বর্ষা মৌসুমে ফসল বা সব্জি চাষ করা যায়। এই অঞ্চলের অনেক দরিদ্র মানুষই চাহিদা পূরণের জন্য বর্ষা মৌসুমে জীবিকায়নের নতুন এই বিকল্প ব্যবস্থাকে বেছে নিয়েছে। সৌহার্দ্য II কর্মসূচি ORGANS (Organizing Resources Generation And Nutrition Support) এর মাধ্যমে ১,০০০ ভাসমান সব্জি বাগান করতে ১,০০০ পরিবারকে সম্পৃক্ত করেছে।

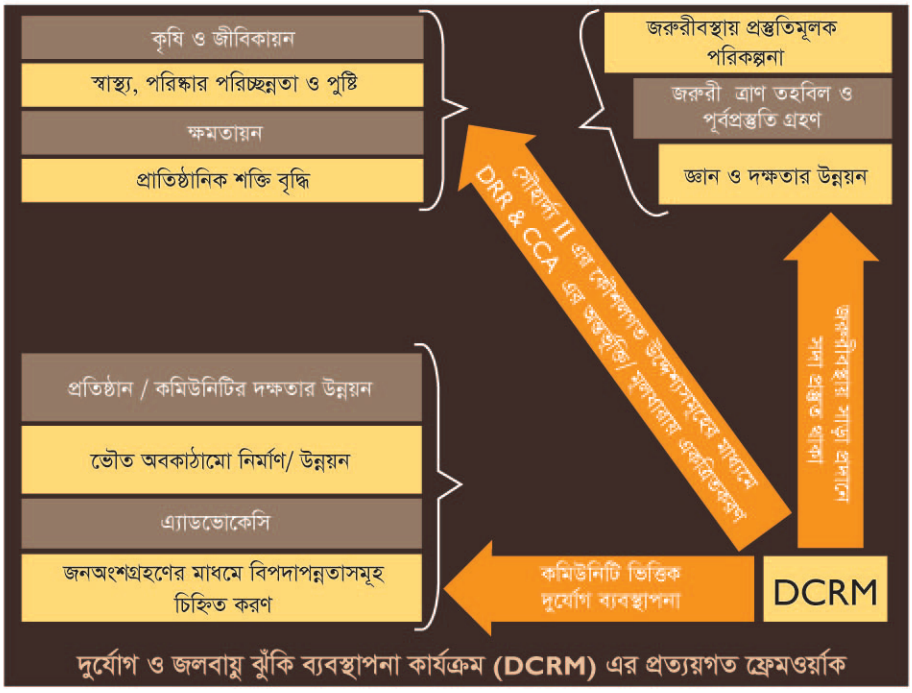

দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম (DCRM) এর প্রত্যয়গত ফ্রেমওয়ার্ক

আপনি কি জানেন

দুর্যোগ ও আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় কেয়ার এর পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কিছু উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ হলোঃ

- কেয়ার বাংলাদেশের একটি Emergency Response Team সক্রিয় আছে।
- ২০,০০০ পরিবারের জন্য খাদ্যসামগ্রী বাদে ঘরের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী মজুদ রয়েছে।
- জীবনধারনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ /খাদ্য সামগ্রী (সৌহার্দ্য II এর আভ্যন্তরীন কমোডিটি মজুদের মোট ১০%) মজুদ আছে।
- অনির্ধারিত খরচ নির্বাহের জন্য ১৫০,০০০/- ইউ এস ডলার তহবিল সংরক্ষিত আছে।
- জরুরী অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (৬টি পানি প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট, ১০টি জডিয়াক নৌকা, ৩টি কিচেন ট্রেইলার ইত্যাদি) সংরক্ষিত আছে।

ইউএসএআইডি'র মিশন ডিরেক্টরের সৌহার্দ্য II কর্মসূচি পরিদর্শন

বিগত ২১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে ইউএসএআইডি'র মিশন ডিরেক্টর মি. রিচার্ড গ্রীণ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব জেলা সুনামগঞ্জে সৌহার্দ্য II কর্মসূচি পরিদর্শনে যান। এ সময় তিনি সৌহার্দ্য II কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের সাথে কথা বলেন এবং কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রমও পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনকালে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন সৌহার্দ্য II কর্মসূচির চীফ অব পার্টি মি. মার্ক নসবাহ্, ডেপুটি চীফ অব পার্টি জনাব মঞ্জু মোরশেদ এবং আঞ্চলিক সমন্বয়কারী সাজেদা বেগম। মিশন ডিরেক্টর কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের সাথে কর্মসূচির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মত বিনিময় করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসূচির সাফল্য দেখে তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

সাফল্যের গল্প

২০১২ সালের জুন মাসে বাড়তে শুরু করে যমুনা নদীর পানি এবং হঠাৎ করেই আঘাত হানে জামালপুর জেলার কুলকান্দি পাইলিংপাড় গ্রামে। বন্যার পানি বাড়তে শুরু করলে তা আঘাত হানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের মূল ভিত্তিতে। বাঁধের প্রাচীর উপচে পানি গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করার আশংকায় গ্রামবাসীরা ক্রমান্বয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ।

দুর্যোগ প্রবণতার কারণে প্রায়ই মৌসুমী বন্যায় আক্রান্ত হওয়া এই অঞ্চলে সৌহার্দ্য II এর পক্ষ থেকে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কমিউনিটিকে পুনর্বাসনে সহায়তা করা হয়। এজন্য ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে (UDMC) ইউনিয়ন দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবী (UDVs) নির্বাচনে সহায়তা করা হয়।

এই প্রস্তুতি থাকার ফলে, কুলকান্দি পাইলিংপাড় গ্রামের দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবীরা মাইকিং এর মাধ্যমে জুন ২০১২ এর আসন্ন বন্যার ব্যাপারে গ্রামবাসী ও নিকটবর্তী এলাকাবাসীকে অবহিত করতে সক্ষম হয়। স্বেচ্ছাসেবীরা গ্রামবাসীকে একত্রিত করে বাঁধের পাড় উঁচুকরণে অর্থ, বাঁশ, ব্যাগ, দড়ি ইত্যাদি সংগ্রহ করতে সহায়তা করে। প্রায় ৩০০ লোক পর্যায়ক্রমে বাঁধ রক্ষার জন্য টানা তিন দিন নিরলসভাবে কাজ করার মাধ্যমে দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ, তিন ফুট প্রশস্ত ও সাড়ে তিন ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট বাঁধটিকে উঁচু করতে সক্ষম হয়। ফলশ্রুতিতে, স্থানীয় গ্রামের ১,৮০০ পরিবার বন্যার কবল থেকে মুক্তি পায় ।

"এটা আমাদের কমিউনিটির জন্য একটা বড় অর্জন এবং স্থানীয় লোকজন প্রমাণ করেছে যে একতাবদ্ধ হয়ে যে কোন কিছুই করা সম্ভব। যেকোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এটি আমাদের আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।"

- মতিউর রহমান, সভাপতি, ভিডিসি

স্থানীয় ভিডিসির সভাপতি জানান, বাঁধের উন্নয়ন খরচ ছিল প্রায় এক লক্ষ টাকা। কিন্তু তাদের এই উদ্যোগের ফলে সম্ভাব্য প্রায় ১০ গুণ (দশ লক্ষ টাকা) সম্পদহানির হাত থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিনা আলম বলেন যে, নতুন গঠিত ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের জন্য এটি একটি বড় অর্জন ছিল।

- সঞ্জিব বিশ্বাস সঞ্জয়, টেকনিক্যাল ম্যানেজার, সৌহার্দ্য II কর্মসূচি

জলবায়ু ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (DCRM) এর সাথে কেয়ার ও বাংলাদেশ সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়ের যোগসূত্র

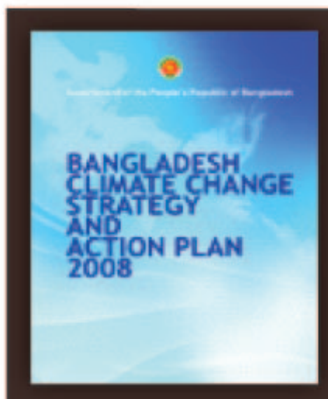

সৌহার্দ্য II এর জলবায়ু ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (DCRM) বাংলাদেশ সরকারকে জলবায়ু অভিযোজন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, কার্বণ নিঃসরণ কমানো, উপশম এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর এর ক্ষেত্রে সাহায্য প্রদান করছে।

জলবায়ু ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার (DCRM) প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি ও জরুরী সাড়া প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে আরো কার্যকর করে তুলছে।

সব পর্যায়ে নিরাপত্তার সংস্কৃতি নির্মাণ করতে এবং পুণর্বাসনে পরোক্ষ ঝুঁকির কারণ হ্রাসে, দুর্যোগ প্রস্তুতি ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ নিশ্চিতকরণ একটি স্থানীয় ও জাতীয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। যাতে করে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবায়ন ব্যবস্থা শনাক্ত ও পরিমাপকরণ, এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি ও পূর্ব সতর্কতা জ্ঞান, উদ্ভাবন ও শিক্ষার মাধ্যমে সবার কার্যকর সাড়া প্রদান নিশ্চিত হয়।

সৌহার্দ্য II কর্মসূচির জলবায়ু ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (DCRM) প্রত্যক্ষভাবে অবদান রাখছে কেয়ারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অন্যতম উপাদান LRSP তে। সবচেয়ে বেশি দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার মানুষের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কেয়ারের এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি থেকে এসব মানুষকে উত্তরণ এবং অভিযোজনের জন্যই সৌহার্দ্য II প্রয়োজনীয় সহায়তা করে যাচ্ছে।

এ পর্যন্ত অর্জিত উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

সচেতনতা বৃদ্ধি

- ৫০টি কমিউনিটির জন্য দুর্যোগ সতর্কতা ও সাড়া প্রদান ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে।
- ১৩,০০০ দুর্যোগ প্রস্তুতকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান।
- স্কুল শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে ২১টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্রিগেড গঠন।
- কেয়ারের আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের অফিস ও ২০টি সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের একত্রিতভাবে ১৫টি জেলায় জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালন।

অবকাঠামো সমূহ

- ঝড়ের প্রভাব কমাতে ৪১টি গ্রামে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ।
- এলজিইডি'র মাধ্যমে ১৯টি বড় অবকাঠামো (বন্যা কবলিতদের আশ্রয়কেন্দ্র/স্কুল, বাঁধ রক্ষা, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র) তৈরি।
- ৪২টি পয়ঃনিষ্কাশন কালভার্ট নির্মাণ।
- ৭৪৭টি বসতবাড়ির ভিটা উঁচুকরণ।
- ১৫০৯টি গ্রামে ১,৩৭,০০০টি টিউবওয়েলের আর্সেনিক পরীক্ষাকরণ।
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, ভিতসংলগ্ন টিউবওয়েলসহ মোট ২,০৫৪টি পানি ও স্যানিটেশন অবকাঠামো তৈরি সম্পন্নকরণ।

জরুরী সাড়া প্রদান

- কক্সবাজার জেলার রামু ও চকোরিয়া উপজেলায় ১৫৮.৪৮৩ মেট্রিক টন খাদ্য বিতরণ।
- ৩০,০০০ পরিবারে ১১০ মেট্রিক টন ভোজ্য তেল বিতরণ।
- সাতক্ষীরার পানি বন্দী ও দুর্যোগ আক্রান্ত ৭৮,১৩০ পরিবারে জরুরী ত্রাণ হিসেবে ১১০ মেট্রিক টন ভোজ্য তেল বিতরণ ।
- ইউএসএআইডি'র জরুরী তহবিল থেকে শৈত্য প্রবাহকালীন সময়ে ১১,৫৭২ পরিবারের মধ্যে ২০,০০০ কম্বল বিতরণ।

উপদেষ্টামন্ডলী: মার্ক নসবাহ্, মঞ্জু মোরশেদ এবং জুবাইদুর রহমান
সম্পাদনায়: মনজুর রশীদ
উপকরণ উন্নয়ন এবং সমন্বয়করণ: মারিয়াম উল মুতাহারা
ছবি: আসাফুজ্জামান, পিন্টু সাহা, মো. হাবিবুর রহমান, গৌতম মুনি চাকমা এবং নজরুল ইসলাম
প্রকাশনায়: সৌহার্দ্য II কর্মসূচি, কেয়ার বাংলাদেশ, প্রগতি ইন্সুরেন্স ভবন, ২০-২১, কাওরান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ।
ই-মেইল:info@bd.care.org ওয়েব সাইট:www.carebangladesh.org/shouhardo II

"এই প্রকাশনাটি ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সী ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি)- এর মাধ্যমে আমেরিকার জনগণের সহযোগিতায় নির্মিত। এই প্রকাশনার সকল তথ্য/ বিষয়াদির দায়ভার কেয়ার বাংলাদেশ-এর, এতে ইউএসএআইডি বা আমেরিকান সরকারের মতামতের প্রতিফলন নাও থাকতে পারে।"